প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
মুদ্রক : অনাদিনাথ কুমার, উমাশংকর প্রেস, ১২ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৬

ইন্দ্রাণীকে

পাখি বলে যায়

ওপারে আমার ডিঙি পড়ে আছে, এপারে জল।
অনর্গল
পাতা ঝরে পড়ে। বৃদ্ধ বটের দীর্ঘশ্বাস
মেটে আকাশ
কালো থাবা নাড়ে, যেন গোগ্রাসে গিলবে সব
অর্বাচীন।
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন

ওপারে আমার ডিঙি পড়ে আছে, এপারে চর।
ধূলিকাতর
পথের দুধারে দুঃখিত বন, ঝাপসা চোখ।
ভীষণ শোক
যে-ভাবে কাঁদায়, সেই ভাবে নামে নির্বিকার
মেঘলা দিন।
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

ওপারে আমার ডিঙি পড়ে আছে, এপারে ঘাট
খোলা কপাট
ঘরে ডেকে আনে সেই হাওয়া যার হৃদয় নেই।
চারিদিকেই
মনে হয় যেন মরণাপন্ন কারো অসুখ
চেতনাহীন।
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

সোনার কলসী ভেঙে যায়

সোনার কলসী ভেঙে যায় উজ্জ্বল সিঁড়িতে।

পাহাড়ও এমন করে ভাঙে
ঝর্ণার আছড়ানো জলে, শাদা ফেনা, ঘূর্ণিময় তোড়
অথচ তা রক্তারক্তি যুদ্ধদাঙ্গা নয়
গৃহবিবাদের মত হাঙ্গামা-হুজ্জুত হৈহৈ
সে-রকম শোকাবহ কোন কিছু নয়।
এই ভাঙা পরস্পর মিশে যাবে বলে
এর স্বাদ ওর করতলে
ওর দেহে ঢলোঢলো শালবীথি-ভাসানো প্লাবনে
এর দেহ নেমে যাবে স্নানে।

সোনার কলসী ভেঙে যায় উজ্জ্বল সিঁড়িতে।

নবীন জলের ঢেউ ধাপে ধাপে নামে ও গড়ায়
বাহু থেকে ব্যাকুল আঙুলে
গর্তে গর্তে, রোমকূপে, প্রত্যেক প্রতীক্ষারত চুলে।
তরুলতা যে-রকম সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণে
গাছকে জড়ায়
সেইভাবে ক্রমাগত সর্বস্ব হারিয়ে নেমে আসে
সর্বস্বের লোভে।
আজ সে সমুদ্রকূলে জ্যোৎস্নায় নদীর সঙ্গে শোবে।
দূরবর্তী কালে চলে আসে
সাপের ফণার মত জাগে তারা, আমূল সন্ত্রাসে
পরস্পর ভাঙে তারা, ভেঙে ভেঙে ভেঙে রাঙা হয়।
জলের গেলাস যদি পেয়ে যায় রোদে পোড়া হাত
সেইভাবে পান করা, সেইভাবে প্রিয় আত্মসাৎ।

কালো জল

কালো জল, তরল তিমির
স্থির হও, যৎসামান্য স্থির।
কথা ছিল, যৎসামান্য কথা
তুমি নাকি পেয়েছ ক্ষমতা
শিকড়ের পিঠে ডানা এঁটে
নিয়ে যাবে আকাশের পেটে ?
তুমি নাকি শুধু এক হাতে
বাজাবে তুমুল করতালি ?
খুঁটে খুঁটে বেছে ফেলে দেবে
মাটি থেকে মজ্জাগত বালি ?
জলে বহু প্রতিবিম্ব ছিল
প্রতিবিম্বে ছিল যৌথ নাচ
মানুষের উজ্জ্বল সাঁতারে
মিশে যেতো বনস্থলী মাছ।
তুমি নাকি প্রতিবিম্ব থেকে
মুছে দেবে সব মাতামাতি,
নক্ষত্রের নৌকো ভেসে এলে
হারে রে রে সর্বস্ব ডাকাতি।
ঘাটে ঘাটে যত আঁটো খিল
তারও পরে রয়েছে নিখিল।
প্রতিভা সহজ খেলা খোঁজে
মাছের মতন সাবলীল।
কালো জল, তরল তিমির
স্থির হও, যৎসামান্য স্থির।

হিংসে করে

তোমার ওষ্ঠ করবী গাছ
বাল্যকালের শিউলিতলা
পরিব্রাজক
কোঁচড় ভর্তি কুড়িয়ে নিলেও
অনেক থাকে আঁচল পাতার
উচ্চাভিলাষ।
মেঘ কখনো ফুরোয় নাকো
হাজার দাঁতে কামড়ে খেলেও
আক্রমণে
বৃষ্টি থেকে আঁজলা নিলে
বৃষ্টি থাকে সেই যুবতী
উচ্ছ্বসিত।
তোমার থেকে যা কিছু নিই
জ্বলন্ত মোম সব গলে যায়
আগুন থাকে।
হিংসে করে, হিংস্র করে
তোমাকে কোনো ধূপের রাতে
ধ্বংস করি।

চোরাকুঠরী

মনের মধ্যে ঘর তুলেছি, নেই-দেয়ালের ঘর
চুরি করে এনেছি তার কাজল কণ্ঠস্বর
স্মৃতির মধ্যে রুমাল ওড়ে
মুঠোর মধ্যে গর্ত খোঁড়ে
একটা সুখের, একটা শোকের, দু-দুটো ভ্রমর

মনের মধ্যে ঘর তুলেছি, দুই চোখে দূরবীন।
ওঠানামার গুপ্ত সিঁড়ি, প্রদীপ বড় ক্ষীণ।
গন্ধ ছিল গুচ্ছ চুলে
ফুলদানীতে রেখেছি তুলে
পেথম-খোলা হাসি এবং কান্না পালকহীন।

মনের মধ্যে ঘর তুলেছি, ঝর্ণা এবং নুড়ি
প্রবহমান ঝড়ের ফাঁকে গোপনে জাগা কুঁড়ি
সব কুড়িয়েও পাই না তাকে
রক্ত ভীষণ কাঁদতে থাকে,
শূন্য ঘরের মোজেইকে তৃষ্ণাকাতর ছুরি।

যখন তোমার ফুলবাগানে

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
অপরাধের হাওয়ায় ছিল ত্বরিৎগতি
সেই কাঁপুনি ঝাউ পাতাতে, ক্ষয়ক্ষতি যার গায়ের ধুলো
এমন মাদল, যার ডাকে বন আপনি দোলে
পাহাড় ঠেলে পরান-সখা বন্ধু আসে আলিঙ্গনে
সমস্ত রাত পায়ে পরায় সর্বস্বান্ত নাচের নেশা।
দস্যু যেমন হাতড়ে খোঁজে বাউটি বালা
সিন্দুকেতে সোনার বালা কেউর কাঁকন,
জলে যেমন সাপের ছোবল
আলগা মাটির আঁচল টানে
দ্বিধাকাতর দেয়াল ভাঙে নোনতা জিভে
কালকে তোমার ফুলবাগানে তেমনি আমার নখের আঁচড়
লজ্জা দিয়ে সাজানো ঘর লুট করেছে।

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
ঝাঁপ দিয়েছি সর্বনাশের গোলা আগুনে
উপরে কাঁটা নীচেয় কাঁটা শুকনো শেঁকুল
তার ভিতরে লুকিয়ে আঁটা সন্ন্যেসীদের কাতান বঁটি
ধর্ম-কর্ম নিয়ম-নীতি।
ঝাঁপ দিয়েছি উপোস থেকে ইচ্ছা-সুখের লাল আগুনে
পুড়বে কিছু পালক পুড়ুক
অশ্বমেধের ভস্ম উড়ুক বাতাস চিরে।
আলগা মুঠো পাক্ না কিছু খড়ের কুটো
হ্যাংলা পাখি যা খেতে চায় ঠুকরিয়ে খাক্।
লেপ তোষকের উষ্ণ আদর না যদি পাই
একটুখানি আঁচল পেলেই গায়ের চাদর।
অনেকদিনের হাপিত্যেশে চোখের নীচে শোকের কালি
বুকের মধ্যে অনেকখানি জায়গা খালি শয্যাপাতার

তুলোর বালিশ ধুলোয় কেন মাথায় থাকুক।

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
কালকে ভীষণ গোঁয়াতুর্মি ঝাপটে ছিল পিঠের ডানায়
রক্তনদী কানায় কানায় উথাল-পাথাল
কামড়ে ছিঁড়ে নিংড়ে খাবে, ইচ্ছে ছুরি
সমস্ত ফুল বৃন্ত কুঁড়ি, ডালপালা মূল
এমনকি তার পরাগশুদ্ধ গর্ভকেশর।
কালকে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁকড়া চুলে
শাদা হাড়ের দরজা খুলে রক্তে ঢুকে
খেপিয়েছিল পাঁকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা জন্তুটাকে।
বাঁধ মানে না, ব্যাধ মানে না এমন দামাল
একটুখানি রক্তমাখা মিষ্টি হাসির গন্ধ পেলেই
পলাশ যেমন এক লহমায় রাঙা মশাল জ্বালায় বনে
তেমনি জ্বালায় নিজের চোখে বাঘের চোখের অগ্নিকণা
মুখস্থ সব অরণ্যানীর পথের বাঁকে
আক্রমণের থাবা সাজায় সংগোপনে,
বনহরিণীর চরণধ্বনি কখন আসে কখন ভাসে।

সেই কাঙালই সব কেড়েছে কালকে তোমার
কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
আজকে দেখি খালি মুঠোয়
অন্যরকম কষ্ট লুটোয় ছটফটিয়ে।
বাসর-ভাঙা বাসি ফুলে উড়ছে মাছি
কেবল স্মৃতি গন্ধ আছে, তাইতে আছি গা ডুবিয়ে।
ডুবতে ডুবতে সব চলে যায় অন্য পারে
সূর্য থেকে সন্ধ্যা ঝরে শিশির-কাতর।
আরও অনেক ডুবতে থাকে হয়তো ছায়া, হয়তো ছবি
বৃহৎ শাড়ি যেমন ডোবে বালতি খানেক সাবান জলে।

আষ্টেপৃষ্ঠে কোমর দড়ি কেউ কি বাঁধে দিগন্তকে ?
নৌকাডুবির মতন গাঢ় আর্তনাদে
কেউ কি কাঁদে আঁধার-ভর্তি হলুদ বনে ?
কালকে ছিল ঝলমলানো, আজকে বড় ময়লা ভুবন
এই ভুবনে আমার মত করুণ কোনো ভিখারী নেই।
বুঝলে শুধু বুঝবে তুমি, তাকিয়ে দেখ
দুই হাতে দুই শূন্য সাজি, দাঁড়িয়ে আছি
উচ্ছ্বসিত পুষ্পরাজি যখন তোমার ফুলবাগানে।

পৌঁছতে পারি না

আমি কেন পৌঁছতে পারি না ?
কেন দূরে, বিড়ম্বিত দূরে ?
চেনা পথে ধু ধু বালি ওড়ে
কুয়াশা লুকিয়ে রাখে পথ
সম্ভাবনা শুকোয় রোদ্দুরে।
নেই রাজমিস্ত্রী, নেই হাতুড়ি কর্ণিক
ইট, সুরকি, চুন
তবুও দেয়াল দীর্ঘ হয়।
রাত্রি নয়, তবু কালো জটিল ছায়ার ফিসফাস
সন্দেহভাজন অন্ধকার
বাঁকে বাঁকে রক্ত চক্ষু ভয়।

গাছ পৌঁছে যায় মর্মমূলে
গন্ধ আসে বিকেলে বকুলে
বকুল পৌঁছয় বেদীতলে
শুধু আমি, দুরাকাঙ্ক্ষী পাখি
ছেঁড়া জালে সীমাবদ্ধ থাকি
পৌঁছতে পারি না জলে স্থলে।

পৌঁছলেই পেয়ে যাব সিংহাসন না হোক, আসন
লাবণ্যের স্পর্শময় পিঁড়ি।
অবগাহনের জলে যতক্ষণ পারা যায় স্নান
নক্ষত্রের দিকে ওঠা সিঁড়ি।

সমস্ত ইন্দ্রিয় জামা জুতো পরে বসে আছে
অপরাহ্ন থেকে
রক্তে বাজে নিষ্ঠুর সানাই।
চেনা পথে ধু ধু বালি ওড়ে
মাটি ফাটে বিরুদ্ধ শিকড়ে
পৌঁছতে পারি না, যত যাই।

দেবতা আছেন

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি
পায়ের চিহ্ন বনে
বনের চিহ্ন তাঁরই তুলির টান
সরল রেখাঙ্কনে।
জানি না ঘর বসত-বাটি ডেরা
আছেন জানি শুধু
প্রতিদিনের কাঠে ও কেরোসিনে
উঠোন-ভর্তি দুঃখে ও দুর্দিনে
তাঁরই ব্যথার অগ্নিকণা ধু ধু।

তুমুল হাওয়া, তরল রক্তপাত
চতুর্দিকে দাঁড়কাকেদের দাঁত
স্তূপীকৃত করাত-চেরা বুক!
কুরুক্ষেত্রে ভাঙা রথের চাকা
মৃত মানুষ জ্যান্ত শকুন ঢাকা
তীর ধনুকে ঝলমলিয়ে হাসে
তাঁহারই কৌতুক।

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি।
হয়তো বোধে, হয়তো ক্রোধে, ক্ষোভে
হয়তো কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোভে
অবিশ্বাসেও হয়তো কারু-কারু
তাঁরই ডাকে বজ্র ডাকে মেঘে
রৌদ্র ওঠে প্রতিজ্ঞায় রেগে
দৃপ্ত হাঁটে দীর্ঘ দেবদারু।

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি
জানি না ঘর বসত-বাটি ডেরা।
প্রতিদিনের খড়ে এবং কুটোয
যা ফোটে বা ফুটতে গিয়ে লুটোয়
তার ভিতরেই বিদীর্ণপ্রায় তিনি
দুঃখী চলাফেরা।

শিল্পের কাছে যেতে যেতে

শিল্পের কাছে যেতে যেতে
নারীর কাছে এসে থেমেছে মানুষ।
নারীর কাছে যেতে যেতে
নির্জনতার কাছে ঠেকে গেছে মানুষ।

শিল্পের মত কিছু পেয়ে যাবে বলে
অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল মানুষ
পাকা আপেলে
আঙুরের থোকায়,
ছুটে গিয়েছিল সার্কাসের তাঁবুতে
খয়েরী ঘোড়ার লোমে,
আলুর খেত থেকে তাহিতির অন্ধকার পর্যন্ত।

শিল্পের মত কিছু পেয়ে যাবে বলে
অনন্ত নীলিমা তছনছ করে ঘেঁটেছিল মানুষ
রোদ জ্যোৎস্নার সুটকেশ-সিন্দুক উল্টে-পাল্টে।

পেয়ে গেল একদিন নারীর ত্বকে, চিবুকে, স্তনে
এবং নারীর কাছ থেকে ঘরে ফেরার পথে
হারিয়ে ফেলল নিজেরই নির্জনতার ভিতরে।

জলক্রীড়া

জল থেকে বাষ্প হয়, পুনরায় বাষ্প থেকে জল
এই জলক্রীড়া অবিকল
আমারও ভিতরে।
যতক্ষণ মর্মরিত হওয়া যায়, হতে পারি, হই।
বিকৃত ও বিপরীত প্রতিবিম্বে ব্যাপ্ত এই পৃথিবীতে রই।
খোলা ছুরি ভরা থাকে খাপে
অনির্দিষ্ট অভিমান, নিজের নিভৃত দ্বন্দ্ব, গূঢ় মনস্তাপে
একদিন হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় অন্তর্গত চাপে।
রক্তাপ্লুত পড়ে থাকি নক্ষত্রলোকের পাদদেশে
মেঘপুঞ্জে সংজ্ঞাহীন ভেসে।

গগনমণ্ডল জুড়ে শূন্য স্থান
সেই শূন্যে কিছুক্ষণ বসি।
মানুষের মনীষার নিজস্ব দীপ্তির চেয়ে আর কোন্ আলো
ঘনান্ধকারের পক্ষে ভালো
আলোর সম্রাট যিনি তাঁর সঙ্গে এই প্রশ্নে
কিছুদিন অঙ্ক কষাকষি।
যোগফল ভাগফল সব জানা হয়ে গেলে বৃষ্টির আকারে
আবার নিজস্ব দেহে ফিরে আসি
বোধে, বিদ্ধ হাড়ে।
আবার জলের শব্দে বৃক্ষলতা জেগে ওঠে বুকে
ওষ্ঠ পাতি জীবনের যাবতীয় ব্যথার সম্মুখে।

অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে

'আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার সকল প্রাণমন'
অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে
আক্রান্ত পাখির মত ঘুরে ঘুরে বিপুল রোদনে
চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে এই আর্ত গান।
একি শুধু নাটমঞ্চে ক্ষণিকের খণ্ডদৃশ্য নয়নাভিরাম ?
একি শুধু ব্রতচারী অর্জুনের পায়ের পাথরে
কোনো এক রমণীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা, প্রণাম ?
এই স্পষ্ট উচ্চারণ আমাদেরও কথা নয় বুঝি ?
সামান্য নারীর মধ্যে সর্বান্তঃকরণে যারা খুঁজি
রাজেন্দ্রনন্দিনী,
যারা জানি পৃথিবীর কোনোখানে রয়ে গেছে
কারো দুটি প্রদীপের চোখ
আলো কিংবা আলিঙ্গন দিয়ে
অথবা সকল আলো নিঃশেষে নিভিয়ে
ধুয়ে মুছে দিতে পারে আমাদের নশ্বরতা, সর্বাঙ্গের শোক।

একটি ওষ্ঠের পদ্ম একবার যদি যায় খুলে
এই সব ট্রাম, ট্রেন, টিভি, টেরিলিন
এই সব ধুরন্ধর মাকড়শার মিহিজাল লালায় মসৃণ
এই সব আঁস্তাকুড়, অবিবেচনার ব্যাপ্ত ডামাডোল ভুলে
যারা জানি পেয়ে যাব শুকনো ঠোঁটে সরবতের স্বাদ
এতো আমাদেরই আর্তনাদ।

আমাদেরও কণ্ঠনালী সারেঙ্গীর কিছু সুর জানে
আমাদেরও বহু কান্না
জ্বলন্ত উল্কার পিণ্ড, ঝরে গেছে শূন্যের শ্মশানে।
দুঃখের উদ্ভিদগুলো ক্রমাগত কঠিন শিকড়ে

বুক চিরে নামে।
অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্রমাগত দীর্ঘ অপেক্ষায়
সাজানো মঞ্চের মত জেগে আছি পরিপূর্ণ আলোকসজ্জায়
তবু দৃশ্য ফোটে না সেখানে
যেহেতু জানি না কেউ চিত্রাঙ্গদা থাকে কোনখানে।

কল্পনাবিহীন হলে

কল্পনাবিহীন হলে আরো একটু সুখে বাঁচা যেতো
কামনাবিহীন হলে
অর্থাৎ জীবন মানে শুধুই জীবন।
খড়ের গাদায় খড়
পানের কৌটোয় সাজা পান।
সব ইচ্ছে রিফু করা, সমস্ত বোতাম
ইস্ত্রির আগুনে ফাটা, ভাঙা
লিফ্‌টে ওঠা, লিফ্‌ট থেকে নামা
মগে মাপা স্নান।

পাখি পোষ মানানোর মত কোনো ব্যথার ভিতরে
লুকোচুরি খেলা নেই নিষিদ্ধ রুমালে চোখ বেঁধে
চিলের ছোঁ-এর মত আক্রমণ নেই
বনভোজনের ব্যস্ত আয়োজন নেই
সমুদ্রে কি পাহাড়ে পালিয়ে
ভিজে হাড়ে দেশলাই জ্বালিয়ে
আগুনের মহোৎসবে আত্মহারা নাচানাচি নেই।
অর্থাৎ জীবন মানে শুধুই জীবন।
চোখ মানে শুধু দেখা
ডিমের কুসুম নয়, বহিরাবরণ।

ওষ্ঠ মানে শুধু ঠোঁট
শুধু দুটি মাংসের পালক
ডানা নয়, পাখি নয়
আকাশের ডাকাডাকি নয়।
স্পর্শ মানে শুধু স্পর্শ
শুধু ছুঁয়ে যাওয়া।

স্পর্শ মানে সাইক্লোন
সংসার-ভাসানো হুহু হাওয়া,
ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠা নয়,
মশারীই মহাকাশ
খাট ত্রিভুবন।
অর্থাৎ জীবন মানে শুধুই জীবন।

পঞ্চপ্রদীপের আলো এখনো আরতি করে চলেছে তোমাকে
কল্পনাবিহীন হলে
তোমাকেও ভুলে বাঁচা যেতো।

তুমি

বিকেলে তামার পয়সা, সন্ধ্যে হলে গিনি
চাঁদ, তাকে চিনি।
সকালে সে করজোড়, রাত্তিরে গন্ধের নাচ গান
পদ্ম, তার নাম।
বাহিরে সামান্য, বুকে নক্ষত্রে সাজানো বনভূমি
তাকে জানি, তুমি।

জলে কার ছায়া

কার ছায়া, জলে কার ছায়া ?
ভিতরে নক্ষত্র ফুটে আছে
কেউ কি চলেছে তার কাছে ?
ঘর দোর দরজা চৌকাঠ
নীল আলো, মেহগনি খাট
ছাদে ওঠা মোজেইক সিঁড়ি
রক্তের রঙীন পিচ্‌কিরি
চৌবাচ্চায় জলের পাহাড়
কাকে দিলে উত্তরাধিকার ?

কার ছায়া, জলে কার ছায়া ?
ভিতরে আকাশ মেঘ আলো।
ওখানে কি বসবাস ভালো ?
ওখানে কি দুধে আরো চিনি ?
দোকানে সুখের বিকিকিনি ?
হৃদয়ের মত খোলা হাট ?
ঘর দোর দরজা চৌকাঠ
সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাসি
জলে গিয়ে হবে কি সন্ন্যাসী ?

তুমি কি রয়েছ

এই দৈবদুর্বিপাক ভাল।
সারাদিন শোকাচ্ছন্ন মেঘ
সারাদিন বাতাসে বিলাপ
সারাদিন কেউ আসবে না।

তবু কেন দেখা হয়ে যায়
তুমি কি রয়েছ এই মেঘে ?
ভিজে পাতা এমন তাকায়
মনে হয় চকিত তুমিই।

এই দৈবদুর্বিপাক ভাল।
সারাদিন ঝড়ে আলুথালু
সারাদিন ঘর বাড়ি নড়ে
সারাদিন কেউ আসবে না।

তবু কেন দেখা হয়ে যায়
তুমি কি রয়েছ এই জলে ?
ভিজে ফুল এমন তাকায়
মনে হয় চকিতে তুমিই।

চেয়ার

কাল এই চেয়ারে বসেছিলে তুমি।
তুমি বসতেই চেয়ারটা হয়ে গেল গাছ
ডালপালায় ফলে ফুলে পঁচিশ বছরের টলটলে যুবতী।
ঠোঁটে গোলাপ
চিবুকে মল্লিকা
কানের দুপাশে কৃষ্ণচূড়া।
দেবদারু পাতার আঁচল দিয়ে ঢাকা
তোমার গভীর বাগানে
আঙুর গুচ্ছের মত পেকে উঠেছিলো
প্ররোচনাময় আগুন।
পাখির ঠোঁট আর সাপের জিভ নিয়ে
আমার নীল রঙের লোভ
আর লাল রঙের ইচ্ছেগুলো
পিঁপড়ের মত নিঃশব্দে হেঁটে চলেছিলো সেই দিকে।

কাল এই চেয়ারে বসেছিলে তুমি।
আজ সেই চেয়ার দাঁত বার করে হাসছে
হাজারটা মরচে পড়া পেরেকে।
আমি এখন এই চেয়ারে বসবো।

ভিতরে

বাতাসের ভিতরেও একটা নদী আছে
যেমন নদীর ভিতরে আছে আকাশ।
আকাশের ভিতরে কাল উঠেছিল একটা রাজবাড়ি।
শ্বেত পাথরের হাজার দুয়ারী ঘর
ঘরের ভিতরে হিংসার মত ঝক্‌ঝকে সোনার পালঙ্ক
পালঙ্কে শুয়েছিলে তুমি।

তোমার ভিতরেও আছে একটা নদী
যেমন নদীর ভিতরে আছে বাঘের থাবাগুলো।
কাল একটা বাঘ জেগে উঠেছিল আমার ভিতরে
গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন জেগে ওঠে উলঙ্গ ঘরবাড়ি।
ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বনে
বনের ভিতরে তখন জ্বলছিল
সবুজ উনোনে লাল আগুন।

আগুন দিয়ে মালা গাঁথা যায় না।
আমি ফিরে এলাম আমার নিজস্ব দুঃখের কাছে।
দুঃখের ভিতরেও একটা বাগান আছে ফুলের
যেমন ফুলের ভিতরে আছে
ঝক্‌ঝকে হিংসার মত সোনার পালঙ্ক
পালঙ্কের ভিতরে শুয়ে থাকে এক অনিঃশেষ নারী
অবিকল তোমার মত।

না

তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।
আকাশ ভর্তি মেঘ করেছে, মেঘের হাতে তানপুরা
গাওনি।
পায়ের কাছে পৌঁছে দিলাম নৌকো-বোঝাই বন্দনা
নাওনি।
গোপনকথা জানিয়েছিলাম, দূত ছিল রাজহংসেরা
পাওনি।
চাইবে বলে রক্তকমল ভিজিয়ে ছিলাম চন্দনে
চাওনি।
তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।

আমারই ভুলে

আমারই ভুলে
আজ প্রত্যুষে সূর্য ওঠে নি, পাঁশুটে আকাশে আলোর আকাল
আমারই ভুলে
মূর্ছিত মেঘ, খোঁপা-ভাঙা চুল, জলে একাকার যাবজ্জীবন
আমারই ভুলে
স্বেচ্ছাচারীর মতন বাতাস লুটপাট করে যেখানে সেখানে
আমারই ভুলে
ঝরে অরণ্য, ঝরে অরণ্যে পুরনো চিঠির মত মৃত পাতা
আমারই ভুলে
ভুলপথে নদী ভাসিয়ে দিয়েছি শতাধিক সুখ, সাজানো বিছানা
আমারই ভুলে
একটি রমণী একাকী এখন, কৌটোবন্দী কাতর ভ্রমর
আমাবই ভুলে
আমি ফিরে আসি রাজগৃহ থেকে, ভিজি স্মৃতিজলে, নোংরা বালিশে।

বাকী রয়ে গেল

অনিবার্যতার কাছে বারবার হেরে যাই আমি।

অমোঘ বৃষ্টিকে আমি ডাকিনি, সে নিজেই এসেছে
যেভাবে অসুখ আসে, শোক আসে, বাতাসও জানে না।
এখন সবাই জানে, নৌকো তৈরি, আমার ভাসান
এখন সর্বস্ব ঐ বৃষ্টিজলে সঁপে দিতে হবে।

আমরা নদীর মতন ডুবে গিয়েছিলাম প্রণয়ে
নদীর নুড়ির মত, কচুরীপানার মত ভেসে
বহুদূরে দিগ্বিলয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম সোপান
প্রকৃত সুখের মত দুখানি চেয়ার পাশাপাশি।
আমরা আলোর মত ডুবে গিয়েছিলাম আলোয়
মনে হয়েছিল বুঝি সূর্যাস্ত হবে না কোনদিন।
তার অর্থ আজীবন আমাদের রাখী-বাঁধা হাত
আজীবন আমাদের গায়ে ফুটে থাকবে বকুল
আজীবন দুটি পাখি আকাশের ভিতরে সাঁতরাবে।

অমোঘ বৃষ্টিকে আমি ডাকিনি সে নিজেই এসেছে।
এখন সর্বস্ব তাকে ছেড়ে দিতে হবে যা সে চায়
সন্ধ্যা, স্বপ্ন, স্পর্শ গন্ধ, আঁচলের আড়ালের ঘরে
এস্রাজের মত বেজে উঠেছিল আমাদের যে-কটি আঙুল,
আমাদের চোখে ঝর্ণা নেচেছিল যে স্বচ্ছন্দ গানে
সে মেঘমল্লারও যাবে, কালো জল কেড়ে নেবে সব।

বাকী রয়ে গেল বহু, বাকী রয়ে গেল জ্যোৎস্না দেখা
তোমার আয়নার নীল নগ্ন জলে, বাকী রয়ে গেল
বৃক্ষ রোপণের ইচ্ছা তোমার উদ্যানে অন্ধকারে
বাকী রয়ে গেল বহু শূন্যস্থানে ছন্দ ও উপমা
বাকী রয়ে গেল।

ধূপকাঠি বেচতে বেচতে

ধূপকাঠি বেচতে বেচতে কতদূর যেতে পারে একাকী মানুষ ?
তাকে তো পেরোতে হবে বহু বন, বহু অগ্নি, খাণ্ডব দাহন।

কিছু বন চিনি আমি, পেঁচারা যেখানে বসে কেবলই ধ্বংসের কথা বলে
মগডালে পা ঝুলিয়ে মড়কের হাসি হাসে উলঙ্গ বাদুড়।
দ্বাদশী চাঁদের চেয়ে কয়েকটা চিতাবাঘ পেলে তারা বড় খুশী হয়।

কিছু গাছ চিনি আমি, যাদের মজ্জায় রক্তে রয়ে গেছে আদিম সকাল।
বাইসনের মুণ্ডু ছাড়া আর কোনো উৎসবের নাচ যারা দেখে নি কখনো
কিছু গাছ চিনি, যারা এখনো শোনে নি কিংবা শুনে ভুলে গেছে
পৃথিবীতে প্রেম নামে একটা শব্দের চাবি কত দরজা খোলে
অহংকার শব্দটিকে ঘিরে কত বাউণ্ডুলে নক্ষত্রেরা আগুন পোহায়
বিষাদ শব্দের মধ্যে বয়ে যায় কিরকম আত্মঘাতী সাদা ঝর্ণাজল।
তারা শুধু কয়েকটি চৌকিদার ও দারোগাকে চেনে
চেনে কিছু শিকারীকে, বন্দুকের নল, কিছু আহত পাখির সরু ডাক।
কাড়া-নাকাড়ার চেয়ে আর কোনো মর্মস্পর্শী সুর তারা শোনে নি কখনো।

মানুষ একাকী হেঁটে পার হবে অরণ্যের আগুনে গহ্বর
প্রতিভার মত আলো, মেধার মতন খর রোদে
পৃথিবীকে প্রসারিত করে দেবে বহুদূর পর্বত সিন্ধুর পরপারে
এমন পথিক তারা কখনো দেখেনি, দেখে অট্টহাসি হাসে।

এই সব আহাম্মক গাছ মারা গেলে
কাঠ হয়, ইস্কুলের বেঞ্চি হয়, ব্ল্যাকবোর্ড, জলচৌকী হয়
ইলেকট্রিক টাঙানোর খুঁটি হয় মাঠে খালে বিলে
ঘুণে জর্জরিত হয়, খসে খসে পচে মাটি হয়।

ধূপকাঠি বেচতে বেচতে যারা একা পৃথিবীর আঁশটে গন্ধ কাদাজলে হাঁটে
মৃত্যুর পরেও তারা কিছুকাল, চিরকাল বেঁচে থাকে স্মরণীয়তায়
মৃত্যুর পরেও বুদ্ধ যে-রকম বেঁচে আছে বোধে, সাঁচীস্তূপে।

রোদ

জলের ভিতরে ডুবে মারা গেল গোধূলির শেষ ম্লান রোদ।
আর আলো নেই কোনখানে
মেঘ ছেড়ে, পাখি ছেড়ে, বনরাজী ছেড়ে সব আলো চলে যায়
সুদূর প্রয়াণে।
দূরান্তে চিতার মত জ্বলে শুধু দিগন্তের বোবা দুঃখবোধ।
শোকের শাড়িটি পরে ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা ধীরে নামে
হাসপাতালের মত এই রুগ্ন পৃথিবীর নিঝুম শিয়রে।
মেঘ থেকে, বায়ু থেকে, আদিম আকাশ থেকে,
সাদা হিম ঝরে।
নদীর ধারের বনে ফিরে আসে আলোহারা পাখিদের ঝাঁক
নদীটি নির্বাক।
কয়েকটি তরুণ গাছ জলের ভিতরে ঝুঁকে তখনও নিয়ম-নীতি ভুলে
রোদ খুঁজে মরে।

পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী

কিছু বেশী খেলা হয়ে গেছে
কিছু বেশী ওড়াওড়ি হয়ে গেছে রক্ত রোদ্দুরের।
তরমুজের মত গোল মনোযোগ ভুলে
আগুন জলের সুখ কিছু বেশী ঢালাঢালি হয়ে গেছে
নীল নাভিমূলে।

তুমি বলবে অন্ধকার, শূন্য ঘর, পাথরের চাঁই
শ্মশানে সর্বস্ব-হারা শিব।
আমি বলবো সেই শুকনো স্তূপে কেন করোনি খোদাই
নিজস্ব তাণ্ডব ?
শিল্পীর হাতুড়ী নয় জিভ।

নিবিষ্ট চাষীর মত
কেউ যদি মগ্ন হয় আবাদের ক্ষেতে
কোপানো মাটিতে ওঠে মেতে
উদ্ভিদ রোপণে,
আমরা তুলবো ফুল, আমরা গাঁথবো মালা
অবশ্য গোপনে।

এই মেলা ভেঙে যাবে

এই মেলা ভেঙে যাবে কাল
নদী স্রোত ফিরে যাবে ঘরে
তরুলতা যে যার মর্মরে
হলুদ আকাশে হরিয়াল।
জলমগ্ন মানুষের মত
স্পর্শে, গন্ধে, স্মৃতিচিহ্নে ক্ষত
আমি রয়ে যাবো এইখানে
আকণ্ঠ কাঙাল।
তোমাকে পেয়েছি বড় কাছে
এখনো নৌকাটি জলে নাচে
মেঘময় পাড়ি
এই মেলা ভেঙে যাবে কাল
নিভে যাবে জ্বালানো মশাল
কাল থেকে পুরাতন বাড়ি।

দিও

আজ সব খুলে দিও,
কোনো ফুল রেখো না আড়ালে
ভূমধ্যসাগরও যদি চাই, দিও
দুহাত বাড়ালে।

দ্বিপ্রহরে যদি চাই
গোধূলি বেলার রাঙা ঠোঁট
গোধূলিতে জ্যোৎস্না চাই যদি
কাঠের চেয়ারে বসে
যদি বলি হতে চাই
কীর্তিনাশা নদী
সমস্ত কল্লোল দিও
কোনো ঢেউ রেখো না আড়ালে।
ভূমধ্যসাগরও যদি চাই, দিও
দুহাত বাড়ালে।

নাওয়া খাওয়া

যাই, খেয়ে আসি,
এই বলে, বেড়ালটা লাফ দিল শূন্যে।
কালো রেঁায়া ফুলতে ফুলতে আকাশময় ঘুরঘুট্টি।
ন্যাজের ঝাপটায় ঝড়।
অন্ধকারে তার মনে হল
পৃথিবী একটা মস্ত বড় কাঁসার বাটি
ভিতরে সর্-পড়া দুধ।
ঝড়ের হাওয়ায় ঝালাপালা গাছপালাগুলো
জ্যান্ত মাছের লাফালাফি।
পাহাড়-পর্বতের দিকে চোখ পড়তেই
লাল জিভ লালায় লক্‌লক্।
রুই-কাতলার এত বড় মুড়ো কখনো দেখে নি জীবনে।
নখসুদ্ধ চারটে থাবা ছড়িয়ে দিল পৃথিবীর চারদিকে।
তারপরেই ভাবনা—
স্বাদ-গন্ধের এত খাবার সে একা খাবে কেমন করে?
চোখে লোভের বিদ্যুৎ।
দাঁতে লালসার কড়মড় বাজ।
অথচ দুর্ভাবনায় চোখ ফেটে জলের ধারা।
পৃথিবীর প্রান্তরে যত শুকনো নদী নালা
গুহা-গহ্বরে যত মরা ঝর্না
জলের শব্দে হৈহৈ ছুটে এল বাইরে।
যাই, নেয়ে আসি।

কাঠঠোকরা

কুড়োলে কাটার বয়েস হয়ে এল।
এবার চোখে ছানি, চুলে পাক।
এখনো তোর খিদে মিটল না হারামজাদা ?
আমি কি গাছ আছি সেই আগের মত ?
ছাল ফেটে আটখানা, হাজারটা ক্ষত
হাড়ে মাসে, এ ফোঁড় ও ফোঁড় সেলাই।
সুতোটা রঙীন, তাই রক্ষে
ফোঁপরা ভেতরটা এড়িয়ে যায় দশজনের চক্ষে।
যখন বয়েস ছিল, দিয়েছি, যখন যা চেয়েছিস।
ঠুকরে খেয়েছিস।
চাইলি নদীর মত শরীর, ভাসতে ডুবতে
চাইলি গন্ধ রুমাল, টাটকা ঠোঁট গোলাপে রাঙা,
গা ছড়িয়ে শোবার পালঙ্ক, পা ছড়িয়ে বসার ডাঙা।
চাইলি মানপত্র সোনার থালায়
তুমুল করতালি, কুর্চিফুল গলার মালায়
চাইলি জিরাফের গলা, আকাশ থেকে যা দরকার পাড়বি,
চাইলি লম্বা নখ, দ্রৌপদীর শাড়ি কাড়বি
রোদ চাইলি রোদ, জ্যোৎস্না চাইলি জ্যোৎস্না।
সবই তো কাসুন্দির মত চাটলি
এবার একটু থির হয়ে বোস না।
তা নয়, কেবল ঠোকর ঠোকর, ঠোঁটের ঘা।
খুদ-কুঁড়ো বলতে এখন আছে তো কেবল স্মৃতি
হতচ্ছাড়া ! তাই খাবি ? তো খা।

কোথাও বেজেছে পাখোয়াজ

কোথাও বেজেছে পাখোয়াজ।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি দিম
তৃণ থেকে মুখ তোলে হিম
ধুলো ওড়ে ঘোড়ার কেশর
মেঘে মেঘে গরুড়ের সাজ।
কোথাও বেজেছে পাখোয়াজ।

দৃশ্যের ভিতরে ছিল ঘুণ
অবিশ্রান্ত ঘোরে তুরপুন
মরা গাছে করাতের টান।
বন খুঁজে ছুটে আসে নদী
নদী পায় নারীর আগুন
ঝর্না ভাঙে পাহাড়ের ধ্যান।

কোথাও বেজেছে পাখোয়াজ
স্বর্গে বা মর্তে বা কোনদিকে
ভগীরথ গঙ্গা ডেকে আনে
টের পাই নিমগ্ন আহ্নিকে।

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিম
তৃণ থেকে মুখ তোলে হিম
হিম থেকে মণি মুক্তো হীরা
সদাগর সাজায় জাহাজ।
কোথাও প্লাবন এসেছিল
তারই ঢেউয়ে বাজে পাখোয়াজ।

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
চামচিকের নাচানাচি গাঢ়তর করেছে আঁধার
কোলা ব্যাঙ জেনে গেছে তার হাতে মেঘ, অন্নজল
মাকড়সারও বড় সাধ মাঝ গাঙে মাছ ধরবে জালে,
ইঁদুর সুড়ঙ্গ কেটে চলে যাবে চাঁদের পাহাড়ে।

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
শিকড়ে জড়ানো মাটি, হাঁটাহাঁটি ব্যস্ত শত মূলে
শাখায় সংসার, পুষ্প-পল্লবের উঠোন দালান
মৃত্যু আছে সেখানেও, খরা আছে, বহু ভাঙচোর
ঝড় কিছু কাড়ে, কিছু বৃষ্টিজল ভাসায়-পচায়
রোদ্দুর চিবোয় কিছু, ঝরে যায়, তবু ঢের থাকে
শিশিরে স্নানের যোগ্য। পৃথিবীর তামাটে প্রান্তরে
তোমারই একমাত্র শামিয়ানা, সুস্থ, সভ্য, সুদৃশ্য ভাষণ।

গরুর গাড়ির ধুলো বাতাসের যতটা গভীরে
যেতে পারে, শিশু যায় জননীর যত অভ্যন্তরে
তোমরা গিয়েছ এই পৃথিবীর ততটা নিকটে।
সূর্য থেকে কতটুকু অগ্নিকণা নিতে হয় জানো
মেঘ থেকে কতটুকু জ্যোৎস্না ও কাজল
মলিনতা থেকে মুক্তো, আবর্জনা থেকে খাদ্যপ্রাণ।
দিগন্তের কোন দিকে প্রকৃত আপন গৃহকোণ,
কে আত্মীয়, শ্মশানের বিশ্বস্ত সুহৃদ কে কে জানো।

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
জেনেছি বাঁচার অর্থ, অবিচ্ছিন্ন ফোটা, জেগে থাকা
প্রত্যহ উৎপন্ন হওয়া, প্রতিদিন নবদূর্বাদল।

কবিতার বদলে

আমি তো লিখি না।
লেখে আমার হৃৎপিণ্ড।
কবিতার বদলে নিতে চাও ?
নাও।
তোমাদের সাদা পাতায় খানিকটা রক্ত লাগবে,
এই যা।
কিন্তু
হৃৎপিণ্ড চলে গেলে আমার জিনিসপত্তর রাখবো কোথায় ?
আমার বাঁশি আর বেলুন
আমার রোদের মত রাগ
শিশির মাখানো শোক
আমার বুকভর্তি গুহা, গুহার পাশে জঙ্গল
জঙ্গলের ধারে ঝর্নার হৈহৈ
পাখির ঝাঁকের মত আমার ইচ্ছেগুলো
আমার হাজার রকমের খুঁটিনাটি দুঃখ
লবঙ্গের মত ছোট ছোট মান অভিমান
আমার স্মৃতি বিস্মৃতি
লুকনো পাপ
হাড়ের গায়ে খোদাই করা খেদ
ঈশ্বরের মত নৈঃশব্দ্য
আর আমার প্রতিধ্বনিহীন আর্তনাদ
ওরা থাকবে কোথায় ?

তাহলে ?
তাহলে হৃৎপিণ্ডের বদলে বরং কবিতাই নিয়ে যেয়ো
কাল কিংবা পরশু।
এখন বকুলতলায় গিয়ে পাতবো
আমার দশ আঙুলের প্রার্থনা।

পান খাওয়ার গল্প

সবুজ পাতায় প্রথম মাখাল চুন
আট-পহরের ঘাঁটা বিছানায় ধপধপে সাদা চাদর
তারপর সেই সাদা চাদরে জাঁতি-কাটা ফালা ফালা সুপুরি
বহু যুগের ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে যে মরেছে, তার কঙ্কাল
আরেকবার বাঁচার ইচ্ছেয় যার হাড়ের ফুটোগুলো,
এখনো বাঁশীর মত ব্যাকুল
অর্থাৎ আমি।
খানিকপরেই আমার পাশে এনে বসাল তোমাকে
কেয়া-খয়েরের কুঁচি
গা ফেটে বেরোচ্ছে ঋতুবতী রমণীর নরম গন্ধ
এমন গন্ধ যা ঘুমোতে দেয় না নিশ্বাসকে
এমন নরম যাতে ভাসিয়ে দেওয়া সর্বস্ব।

তিনদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে কে যেন মুড়ে দিল আমাদের
আর, হরিণের হলুদ মাংসে যেমন ব্যাধের তীর,
তেমনি একটা কঠিন লবঙ্গ ভেদ করে চলে গেল
তোমার মধ্যে আমাকে
আমার ভিতরে তোমাকে।

আমি বললাম, সুখী
এই বনগন্ধকেই তো শরীর ছিঁড়ে খুঁজেছি সারাটা গ্রীষ্ম।
তুমি বললে, সুখী
তোমার চৌচির ডালপালাকে দেব বলেই তো সাজিয়েছি আমার বসন্ত।

আমাদের সামনে তখন অনন্তকাল।
আমাদের জিভের লালায়, দাঁতের কামড়ে, হাতের থাবায়
পৃথিবীর যত বন, তার গন্ধের ফেনা
যত পাখি, তার পশমের রোদ
যত নদী গিরি, তার নুড়ি পাথরের গান।

অমরতার ময়ূর নাচ দেখাবে বলে
যখন একটু একটু করে পেখম মেলছিল রক্তে
ঠিক তখুনি, দুটি আকীর্ণ শরীরের গোপন ভাস্কর্যকে ভেঙে চুরে,
কেউ একজন চিবিয়ে খেতে লাগল আমাদের খিলি শুদ্ধ
আমরা রক্তপাতের মত গড়িয়ে পড়ছি তার ঠোঁটের কষ বেয়ে।

বিলায়েৎ

ঝঙ্কৃত বিষাদ তুমি
মন্দ্রিত উল্লাস।
নিশ্বাসের কাছে আনো
অগুরু গন্ধের সর্বনাশ।
পাথরের পায়ে পায়ে পরাও নূপুর
নদীরা নায়িকা হয়ে নাচে।
প্রজাপতি সাজে পর্বত
মৃদঙ্গ মন্দিরা গাছে গাছে।

কোথাও আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা, ধূপদীপ জ্বলে
মেঘ হয়ে ওঠে দেবালয়।
ঊর্ধ্বমুখে উঠে যায় এয়োতি সিঁথির মত সিঁড়ি
মানুষ ও নক্ষত্র কথা বলে।

বকুল ঝরায় বৃষ্টি, বৃষ্টির সুঘ্রাণে
মানুষেরা ফিরে পায় কবেকার হারানো ঠিকানা।
ফিরে আসে তপোবনে
ফিরে আসে সৌম্য সামগানে।

এখন সবচেয়ে জরুরী

পুরুলিয়ার জন্য এখন সবচেয়ে জরুরী মেঘ
বাঁকুড়ার জন্য এখন সবচেয়ে জরুরী বৃষ্টি
আর আমার ভাঙা দেরাজের জন্যে
সেই-রমণীর ভালবাসা।
অমনোযোগের চড়বড়ে রোদে পুড়ছি আমরা তিনজন
যেন যজ্ঞের কাঠ।
পুরুলিয়াকে বাঁচালে
পুরুলিয়া আবার ছৌ-নাচের ময়ূর।
বাঁকুড়াকে বাঁচালে
বাঁকুড়া আবার লক্ষ্মীর ঝাঁপি।
আমাকে বাঁচালে
খরার মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে ভাঙা দেরাজে মেরামতির কাজ
দীর্ঘশ্বাসের ঘুণ সরিয়ে নতুন ঝাঁট-পাট, লেপা-পোঁছা,
মরচে ছাড়ানো
পুজো-পার্বণের মত পরিপাটি চুনকাম মনের এপিঠ ওপিঠ।
পাড়া-পড়শীদের চোখ তখন চড়ক গাছে—
আ মরণ!
সেই ঘাটের মড়াটা পুন্যিমের চাঁদ হয়ে উঠল যে আবার।

খরা

ধুলোর মধ্যে ধুলোই থাকে
ঝড় যদি না ওড়ায় তাকে
দূরে ।
কাল কে যেন ডাকল ব্যাকুল
শুকনো ডালে সহাস্য ফুল
ছুঁড়ে ।
হাত পেতেছি তারই কাছে
সিন্দুকে তো সবই আছে
ভরা
একটু দিলে উপোস মেটে
দিন চলেছে পাথর ঘেঁটে
খরা ।
সব-হারানো খোয়াই যদি
আঙুলে পায় তোমার নদী
বাঁচি ।
ধুলোর মধ্যে ধুলোর মত
পাঁজর ভর্তি হাজার ক্ষত
আছি ।

কে ওকে সাজাবে

মানুষের হাড়ে বড় ক্ষুধা
মানুষইতো গড়েছে বসুধা।
স্রোত কি শ্যাওলা খাবে শুধু ?
সমুদ্রে বালির ব্যাপ্ত ধুধু
থেমে গেছে গাছে করতালি।
যারা হাঁটে তাদের গোড়ালি
পেরেকে, নানান পরিতাপে
ম্রিয়মাণ। কুয়াশায় কাঁপে
দিগন্তবিস্তৃত অবসাদ।
কে যেন করেছে অপরাধ :
তারই পাপে পুষ্প, বনভূমি
বেঁকে আছে, ওঠেনি কুসুমি
সারা গায়ে ক্ষতিগ্রস্ত কাঁটা।
মানুষের বহুদীর্ঘ হাঁটা
বাকি পড়ে রয়েছে ধুলোয়।
এই অল্প রোদে কি কুলোয়
এতবড় ভুবনের ডাঙা ?
কে ওকে সাজাবে গাঢ় রাঙা ?

কে খেয়েছে চাঁদ

দাঁতে কামড়িয়ে কে খেয়েছে চাঁদ ?
সন্ধেবেলায় ?
মহাশূন্যের ছড়ানো টেবিলে
পড়ে আছে যেন ছিরিছাঁদহীন ভাঙা বিস্কুট।
কে খেয়েছে চাঁদ ?
কদিন আগেও কোজাগরী শাড়ি লুটিয়ে হেঁটেছে
বর-বর্ণিনী।
যমুনার মত চিকন অঙ্গ
বুকে তরঙ্গ, কাঁখে তরঙ্গ
আকাশের ঘাটে স্নান করে গেছে লজ্জা ভাসিয়ে
কলসী ভাসিয়ে।
কে খেয়েছে চাঁদ ?

কার তৃষ্ণার উনোনে আগুন জ্বলে উঠেছিল ?
আগুন দিয়ে কে মেজেছিল দাঁত ?
ইচ্ছা-সুখের কালো ভীমরুল
কাকে কামড়িয়ে করেছিল লাল ?
কে খেয়েছে চাঁদ ?
রত্নের থালা কে এঁটো করেছে জিভের লালায় ?
আলোর কুসুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মালা
কে গেঁথেছে মিহি মনের সুতোয় ?
ফুসলিয়ে তাকে নদীর আড়ালে কে নিয়ে গিয়েছে ?
সন্ধেবেলায় ?
কে খেয়েছে চাঁদ ?

বৃক্ষরোপণ

মেঘ দেখেছে, ঢেউ দেখেছে
আর দেখেছে কাছের অন্ধকার
পাড়া-পড়শী কেউ দেখেনি, সবটা গোপন
বৃক্ষরোপণ
সেদিন তোমার মর্মমূলে।
ভীষণ ভূমিকম্পে দুলে
হঠাৎ যেদিন ছিটকে যাবে সকল খেলা
লুকোচুরির
মস্ত ছুরির একক ঘায়ে ভাঙবে যখন
দখলদারির দালান-কোঠা
রঙীন সুতোর সমস্ত ফুল
এবং বোঁটা
প্রকাশ্য রোদ বৃষ্টি তাপে
তখনো তুই স্পর্শকাতর মনের খাপে
একটা শুধু থাকবে গোপন
বৃক্ষরোপণ
সেদিন তোমার মর্মমূলে।

বিষণ্ণ জাহাজ

আমরা যেখানে বসেছিলাম
তার পায়ের তলায় ছিল নদী
নদীতে ছিল নৌকো
আর দূরে একটা বিষণ্ণ জাহাজ।
আমি যখন তোমার
তুমি যখন আমার ঠোঁটে বুনে দিচ্ছিলে
যাবজ্জীবনের সুখ
ঠিক সেই সময়ে ডুকরে কেঁদে উঠল জাহাজটা
ভোঁ বাজিয়ে।
তারপর থেকে রোজ
আমাদের যাবজ্জীবন সুখের ভিতরে
একটু একটু করে ঢুকে পড়ছে সেই বিষণ্ণ জাহাজ
তার সেই ভয়ংকর আর্তনাদ বাজিয়ে।

নীল আরশি

চমৎকার নীল আরশি পেয়ে গেছে শিরীষ সেগুন।
আপাদমস্তক নগ্ন দেখে নেয় নিজেদের ভিতর বাহির।
বাতাসের ঢেউ-এ নীল আরশি কাঁপে। সে অনুরণনে
নিজেরা ভাসে না, গাঢ় ছায়া ভাসে, এবং ভাসায়
স্মৃতিভারাক্রান্ত শাখা, বুকের গোপন কুঁড়ি ঝরে
বৃষ্টি যেন, যেন মুক্তি চেতনের অবচেতনের।
নীল আরশি ছাড়া কেউ গাছেদের জীবনী জানে না।

দরজা জানলা ভেজিয়ে দে রে

জানলাগুলো ভেজিয়ে দে রে
রোদ হয়েছে আগুনখাকী
সুখের কাঁথা বুনতে বসে
সর্বস্বান্ত পুড়বো না কি ?

দরজাগুলো ভেজিয়ে দে রে
বৃষ্টি-বাদল মারছে খোঁচা
এত সাধের আলতা পরা
সব কি হবে নেপা-পোঁছা ?

ঝড় উঠেছে দস্যু-ডাকাত
দরজা জানলা ভেজিয়ে দে রে।
ফুলের সাজি শব্দরাজী
মরবো না কি ওদের ছেড়ে ?

ভিতর এবং বাহির

বাহিরে তাঁর নানান রকম খেলা
ভিতরে তিনি একা
সব দেখেছেন, আকাশ এবং পাতাল
ময়না এবং মহিষ এবং মাতাল
পাননি নিজের দেখা।
বাহিরে তাঁর নানান রকম সাজ
ভিতরটা সন্ন্যাসী।
ভক্তেরা সব বরণমালা আনেন
গন্ধটুকুই কেবল ঘ্রাণে টানেন
ফুল হয়ে যায় বাসি।
বাহিরে সব দুয়ার খোলা
দরজা ভিতরেই।
বাহিরে যিনি ভিতরে তিনি নেই।

আমি চৌকাঠের ভিতরে

মেঘ এবং পাহাড়
এবং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গাছপালা ডিঙিয়ে
আমার হাত তোমার দিকে।
আমি চৌকাঠের ভিতরে।

চমৎকার দেয়াল কাঠের এবং করাতের,
জানলার গায়ে আকাশ এবং দাঁড়কাক
করিডোরে
টাই-পরা ঈশ্বরের
টাইপ-করা দৈবাদেশ।
শিকলে টান পড়লেই এঘর-ওঘর
লাল কালি নীল কালির হিসেব।

মাস গেলে গামলা ভর্তি মাইনে।
সোনার খুঁটোয় গৃহপালিত গাভীর মত রয়েছি
চৌকাঠের ভিতরে।
কেবল আমার হাত মেঘ এবং পাহাড়
এবং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গাছপালা ডিঙিয়ে
তোমার দিকে।

সে এখনো ছুটিতে রয়েছে

সে এখনো ছুটিতে রয়েছে।
টেবিলে যে লিখে যায় হেঁটমাথা কলম কাঁপিয়ে
সে তো তার হাত।
কুমীর হাঁ-এর মত করিডোরে যার হাঁটা দেখ
সে তো তার পা।
সে এখনো ছুটিতে রয়েছে।
শহরে রয়েছে তার ঘটি-বাটি, বাসি টুথপেস্ট
ঘরনী ও ঘর
ঘরের দুকূল ভর্তি তার প্রিয় নদী নালা ঝিল
ড্রেসিং টেবিল জোড়া প্রতিচ্ছবি, চিরুনি ও চুল
অন্যমনস্কতাজাত ভুল
বাথরুমের সাবানের লেবুগন্ধ উদ্বৃত্ত ফেনায়
বেসিনের সরু জলে তার গাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত গান
সবই আছে যথাস্থানে
কাচানো জামার মত হ্যাঙারে নিশ্চিন্ত ঝুলে আছে
অথচ সে অনুপস্থিত।

সে এখনো ছুটিতে রয়েছে।
সে এখনো শুয়ে আছে স্তনবতী পাহাড়ের কোমর জড়িয়ে
এখনো গাছের সঙ্গে খেলাধুলো হাডুডু-কপাটি
মেঘের পিছনে পাখি, পাখির পিছনে নৌকো বায়।
শঙ্খচিল দিয়ে গেছে তাকে কিছু গোপন ঠিকানা
রক্তের রঙের মত অট্টালিকা, হলুদ খিলান
সবুজ জানালা, খোলা, চতুর্দিকে দৃশ্যের ঝালর।
কোথাও দরোজা নেই, শুধু যাওয়া, শুধু আমন্ত্রণ।
সুপ্রাচীন আতরের বাসিগন্ধ রয়ে গেছে এখনো যেখানে
নবীন ভোরের মত মনে হয় সমস্ত নির্জন
প্রথম প্রেমের লাল ডুরে শাড়ি রয়ে গেছে এখনো যেখানে

সেইখানে রয়েছে সে
অন্ধকার শালবনে, মহুয়ার জঙ্ঘার গভীরে।
অখণ্ডমণ্ডালাকার কোনো দিব্য উপহার, অথবা উর্বশী
অকস্মাৎ পেয়ে যাবে,
পেয়ে গেলে জীবনের শ্রান্ত শান্তি মিটে যাবে ভেবে,
সে এখনো রয়ে গেছে পরিপূর্ণ ছুটির ভিতরে।

সব দিয়েছেন

দেবার সময় সব দিয়েছেন তিনি।
সাগর জলে নোনা এবং
চায়ের জলে চিনি
রূপ দিয়েছেন
ধূপ দিয়েছেন
মনকে অন্ধকূপ দিয়েছেন
চাঁদের আলোয় বিষ দিয়েছেন রাতে।
তাঁরই কাচের বাসন ভাঙে সামান্য সংঘাতে।

দেবার সময় যা দিয়েছেন
নেবার সময় সবই নেবেন তুলে।
থাকবে কিছু রক্ত ফোঁটা
ঘনান্ধকার রাত্রে ফোটা
ব্যথাকাতর দু-একটি আঙুলে।

যাওয়া যায়

এর চেয়ে আরও কাছে যাওয়া যায়, যাওয়া যায় না কি ?
আকাশের কত কাছে যেতে পারে পাখি, দেখে নিও।
জলের ভিতরে ছায়া, ছায়ার ভিতরে যায় আলো
গানের ভিতর বাঁশী ঢুকে পড়ে আত্মীয়ের মত।
কবিতার কত কাছে ছন্দ আসে উড়ন্ত আঁচলে
সেলায়ের কত কাছে ছুঁচ,
প্রতিমার অঙ্গ ছুঁয়ে ধূপ গন্ধ নিজেকে বিলোয়।

পুরাতন শতাব্দীর কত কাছে যেতে পারে মেধা ও মনন
তুমি জান।
তুমি জান পৃথিবীর প্রান্তবর্তী আগুনের আঁচও
আজ আর দূরতম নয়।
মানচিত্র কোনোখানে ক্ষত ও রক্তাক্ত হলে
আমাদেরও ক্ষয়
স্বার্থ ও সম্পর্ক এত কাছে।
তাহলে আস না কেন আরও কাছে ? আসা যায় নাকি ?

সূর্য ও সময়

হয়তো সূর্যের দোষে আমাদের রক্ত আর ততখানি অগ্নিবর্ণ নয়।
নিমের পাতার মত নুয়ে গেছে হাত আর হাড়
কবে কবে কমণ্ডলু ভরে গেছে কার্তিকের হিমে, হাহাকারে।
যে-সব পাখিরা আগে মারা গেছে আকাশের আলোর উঠোনে ধান খুঁটে
সেই সব পাখিদের পালকের শতচ্ছিন্ন আঁশ
সেই সব পাখিদের দুবেলার কথাবার্তা, দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস
বাতাসের ভিড় ঠেলে এখন ক্রমশ এসে আমাদেরই কাছে ঠাঁই চায়।
আমাদের প্রতিদিন চুরি হয়ে যায়
জমানো টাকার মত স্বপ্ন, সাধ, সম্ভাবনা, সৎ অভিপ্রায়।

সবই কি সূর্যের দোষে, সময়েরও বহু দোষ ছিল।
সময়ের এক চোখে ছানি ছিল অবিবেচনার
জিরাফের গলা নিয়ে সে শুধু দেখেছে দীর্ঘ অট্টালিকা, কুতুব মিনার
দেখেছে জাহাজ শুধু, জাহাজের মাস্তুলের কারা কারা মেসো পিসে খুড়ো
দেখেনি ধুলো ও বালি, ভাঙা টালি, কাঁথা-কানি, খড় খুদ কুঁড়ো
দেখেনি খালের পাড়ে, ঝোপে ঝাড়ে, ছেঁড়া মাদুরিতে
আরও কি কি রয়ে গেছে, আরো কারা উর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী হতে চেয়েছিল
কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ বিরুদ্ধতা ঠেলে।

সময়েরই দোষে
আমাদের বজ্র থেকে সমস্ত আগুন খসে গেল
যে রকম বাগানের ইচ্ছে ছিল পাথরের, কাঁকরের বর্বরতা ভেঙে
যে রকম সাঁতারের ইচ্ছে ছিল জলে স্থলে সপ্তর্ষিমণ্ডলে
যে রকম ভূমণ্ডল স্বপ্নে ছিল, হৃদয়ের কৌটো ভর্তি ছিল
ক্রমে ক্রমে সূর্য ম্লান
ক্রমে ক্রমে সময়ের সমস্ত খিলান
পোকার জটিল গর্তে, ঘুণে, খুনে জীর্ণ হল বলে
সোজা ঘাড়ে শাস ফেলে আমাদের সে রকম হাঁটা-চলা বাকী রয়ে গেল।

আবার এমনও হতে পারে
আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আলিঙ্গন, অঙ্গীকার, উষ্ণতার তাপ
কিছুই পায় নি বলে সূর্য ও সময়
প্রতিদিন নিজেদের সমুজ্জ্বল প্রতিভাকে ক্ষয় করে করে
বেদগানে যে রকম শোনা গিয়েছিল, আর ততখানি অগ্নিবর্ণ নয়।

বোধ

আমাকে ছুঁয়েছো তুমি
শরীর পেয়েছে প্রিয় রোদ।
আমার যা-কিছু ভেসে গিয়েছিলো
কুয়াশার পারে
সব ফিরে পেয়ে যাব এই তৃপ্ত বোধ
আমাকে করেছে নীল পাখি।

এই ডালে

এই ডালে দুঃখ এসে বসেছিল কাল।
বসে বসে দেখে গেল পাতা ঝরা, শিশিরের ঝরা
দৃশ্য কে নিহত করে হেমন্তের বাবুগিরি চাল
ফিন্‌ফিনে আদ্দির ওড়াওড়ি।

মন্দিরে আরতি নেই, দেখে গেল ধূপে ছাই ঝরা
দেখে গেল বালিশের ফাটা মুখে তুলোর বুদ্‌বুদ।
মঞ্চে মৃত অন্ধকার, চরিত্রেরা আসে নি এখনো,
শুধু ড্রপসানে
পাহাড়ের গায়ে নদী, নদীর দুধারে নীল বন
রং ফেটে ঝরে গেছে, পালিশের পলেস্তারা খসা।
মনে হয় অন্য কোন শতাব্দীতে ছিল বুঝি
আজ আর নেই।

প্রভূত জাহাজ ডুবি দেখে গেল জলে ও ডাঙায়
দেখে গেল রেস কোর্সে গলাগলি পায়রা, পঙ্গপাল।
এই ডালে দুঃখ এসে বসেছিল কাল।

লখনৌ

একঘেয়ে জীবনের জেলখানা থেকে কিছু ছুটি পেলে
লখনৌ-এ চলে এসো পাঞ্জাব কি দেরাদুন ফেলে।

ইমামবাড়ায় এসে
হারিয়ে যেও 'ভুলভুলাইয়া'র ধাঁধায়
যেও বেগমদের স্নানের ঘাটে
শ্যাওলা-জলের ঢেউ হঠাৎ যেখানে মন কাঁদায়।
ছুঁও ঝাড়লণ্ঠন, মোমের তাজিয়া, মাথার তাজ
অবাক হয়ে দেখো
ইট-পাথরে মন্দাক্রান্তা ছন্দের কারুকাজ।
যেও আকবরী গেট পেরিয়ে
আলো-ঝলসানো চকের বাঁকে
দোতলার বারান্দা থেকে আতরমাখা ঠোঁটের গান
বাজুবন্দ খুলু খুলু যায় সুরে
তোমাকে ডাকবে, মাতাল নূপুরে
টানবে,
সুর্মা আঁকা ঢুলুঢুলু আঁখিতে হানবে
মরণের বান।

গেলে রেসিডেন্সির মাঠে
চোখ পড়বে দরজায় দেয়ালে চৌকাঠে
কামানের গোলা
আর বন্দুকের গুলির মার
ঝাঁঝরা পাঁজরা
এঁকে গেছে সাম্রাজ্যবাজরা।
বুক থেকে গড়িয়ে
বিদ্রোহী সিপাইয়ের রক্ত যতদূর গেছে ছড়িয়ে
এখন লাল গোলাপের ঝাড়।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালে
দেখবে টাঙ্গাওয়ালার ঘোড়া ছুটছে খরতালে
যেন তবলা-লহরার ধ্বনি।
রিক্‌শায় বাজছে মাতাল খঞ্জনী।
মাথার উপরে ইলেক্‌ট্রিক তারের দড়ি
হঠাৎ ভুল করে মনে হবে
সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি।
বাজছে জগঝম্প, ব্যাকপাইপ, সানাই
ঘরে ফিরছে পর্দা-আঁটা পালকীতে
নতুন বৌ, জামাই।
রাত্রে তাকিও আকাশে পথের মোড়ে
যেন অপ্সরী
গলায় তারা ফুলের গোড়ে
গায়ে জরি-বোনা মায়াবী আলোর ঘাগরা
হালকা মেঘের নাগরা
পায়ে, কপালে ভরা-চাঁদের টিকলি।
খেতে যেতে ভুলো না সস্তার হোটেলে
রঙিন কাগজের শিকলি
চিকন ঝালর।
সন্ধ্যে হতে না হতেই জমজমাট অধিকাংশ
জলের দরে হাফডিশ মাংস
কোর্মা কাবাব গরম চাপাটির গায়ে
নবাবীআনার গন্ধ।
রেডিওতে মহব্বতী গানের ছন্দ।

এত বেড়িয়ে ফুর্তিতে হেসে
স্বপ্নে ভেসে
ভেবো না দেখতে বাকী নেই কিছুই
এই মনোমোহিনী দেশে।
আছে, আছেই

দূরে নয়, কাছেই।
নহবতখানার ঘুটঘুটে অন্ধকারে
ভাড়াটে খোপ
কাঠ কাটছে স্বামী
বাতাসে কুড়োলের স্যাৎ স্যাৎ কোপ
খাটিয়ার দড়ি জাপটিয়ে শিশু কাঁদছে
মা রাঁধছে
মুখের গ্রাস
তালিমারা ঘোমটার আড়ালে
মরা চাউনি,
মাথার উপরে খসছে ছাদের ছাউনি।
যদি এগিয়ে যাও আরও একটু দূর
শুনতে পাবে মাউথ অর্গানের সুর
মার্কিনী ঢঙে চুল-ওড়ানো ছেলের ঠোঁটে।
মেহনতের মানুষ আসছে যাচ্ছে এক জোটে।
হিন্দী সিনেমার লাইনে গোলমালের ঝাঁঝ,
ওদিকে গা-চমকানো কিসের আওয়াজ ?
ধুলো উড়িয়ে আসছে ঝড়ের লোক
দবদবানো চোখ
আসছে দৃপ্ত কারখানা
দুস্থ বস্তি
হাতে ঝাণ্ডা,
বুকে না-বাঁচার অস্বস্তি,
চাইছে বাঁধা-দর ধানের
রিলিফের কাজ
চাইছে সুখের সংসারের চাবি
মাতৃভাষায় কথা বলবার দাবি।

যখন ফিরবে
মনে হবে আমীর ওমরাহ

আকবর বাদশা কি আবুলফজল।
সাড়ে তিনশো বেগম
কেউ গাইছে টপ্পা, কেউ ঠুংরী, কেউ গজল
পায়ে কত্থকের নাচ, গায়ে মৌ,
এই হচ্ছে লখনৌ।

আমিই কচ, আমিই দেবযানী

একটা দিকে খাট পালঙ্ক, আরেকদিকে ঘাম
মধ্যিখানে যজ্ঞে জ্বলে কাঠ
এক পা ছোটে ভুবন জুড়ে দিগ্বিজয়ী ঘোড়া
আরেক পায়ে জড়ানো চৌকাঠ।
তুলতে যাই ভোরের ফুল শিশিরকণাসহ
অগ্নিকণা লাফিয়ে ওঠে হাতে
ফর্সা রোদে শুকোতে চাই ময়লা বালুচর
হৃদয় ভেজে অকাল বৃষ্টিপাতে।
শিরীষশাখা শান্তি দেবে, এলাম তপোবনে
হিংসা হানে দুয়ারে করাঘাত
যে ঠুক্‌রে খায় সোনার খাঁচা অপমানের দাঁতে
তাঁর হাঁটুতেই নম্র প্রণিপাত।
একটা চোখে প্রগাঢ় প্রেম, আরেক চোখে ছানি,
আমিই কচ, আমিই দেবযানী।

ওলটপালট

দরজা ভেঙে, দেয়াল ভেঙে ভেঙে
ঘর করেছি খালি।
এখন শুধু অপেক্ষমান
মেঘ শোনাবে মন্ত্রিত গান
ঝড়ের করতালি।

মনের মধ্যে অসংখ্য ঝোপ-ঝাড়
নরুন, ছুরি, কাঁচি
কুড়োল কাটে গাছের গুঁড়ি
ফুল শুকিয়ে পাথর নুড়ি
তার ভিতরেই বাঁচি।

দরজা ভেঙে, দেয়াল ভেঙে ভেঙে
ঘর করেছি খালি,
এখন শুধু ঝড়ের হাসি
উড়বে আবর্জনারাশি
নোংরা ধুলোবালি।

মেঘের ঝুঁটি, ঝড়ের কালো জটায়
দেখবো কেমন ওলটপালট ঘটায়।

বাহিরে সুন্দর

বাহিরে সুন্দর কোলাহল
বাহিরে অপূর্ব ছৌ নাচ
মুখোশে মুখোশে ছড়াছড়ি
সাদা থুতু বাহিরে রঙীন।

বাহিরে সুন্দর ছৌ নাচ
জগঝম্প, তীর ছোড়াছুড়ি
অগ্নিকুণ্ড জেগে বসে আছি
ভিতরের বাগানে একেলা।

ভিতরের বাগানে একেলা
আমি ছাড়া সকলেরই মুখে
দড়ি বাঁধা দেবতার ছাঁচ
পায়ে গুচ্ছ নাচের নূপুর।

বাহিরে সুন্দর নাচানাচি
বেচাকেনা, অপূর্ব নীলাম
অনেকে জলের দরে কেনে
সিংহাসন, সোনার বোতাম।